ভ্যাট দাতা হিসেবে আমার দায়িত্ব

BANGLADESH CUSTOMS & VAT

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা

ভ্যাট দাতা হিসেবে আমার দায়িত্ব

BANGLADESH CUSTOMS & VAT

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা

মুখবন্ধ

মূল্য সংযোজন কর একটি স্ব-নির্ধারণী, স্বয়ংক্রিয়, বৈজ্ঞানিক ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। মূসক ব্যবস্থায় করদাতাকেই সকল দায়-দায়িত্ব স্বেচ্ছায় প্রতিপালন করতে হয়। মূসক কর্মকর্তাগণ তাদের কাজ শুধু মনিটরিং করেন এবং করদাতা আইন সঠিকভাবে মেনে চলছেন কিনা তা যাচাই করেন। সঠিকভাবে আইন মেনে না চলতে পারলে তার দায়-দায়িত্ব করদাতাকেই নিতে হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যখন কোন করদাতার কোন আইনি বিধানের লংঘন হয়ে যায়, তখন তারা কর্মকর্তাদের এসে বলেন যে, বিষয়টি তাদের জানা ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে আইন লংঘনের ঘটনা না জানার জন্য ঘঠে থাকে। বিশেষ করে ছোট এবং মাঝারি করদাতাগণের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য বেশি দেখা যায়। কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা এর আওতাভুক্ত কোন করদাতা যেন এমন পরিস্থিতিতে না পড়েন সেই লক্ষ্যে এ পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হলো।

করদাতাগণের পঠন পূর্বক মতামতের ভিত্তিতে বইটিকে আরো সম্মৃদ্ধ করা যাবে এই প্রত্যাশা।

পড়ার সময় কোন ভুল পরিলক্ষিত হয় তাহলে ই-মেইল(cevccomilla@gmail.com) বা ফোনে (০২-৩৩৪৪৪৮১০১, ০২-৩৩৪৪৪৮১০৭) জানানোর অনুরোধ রইল।

কমিশনার
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা

প্রকাশ কাল

২০২৩-২০২৪

প্রকাশক

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
কুমিল্লা

মুদ্রণে

RANG advertising 01724567051

ভ্যাটদাতার মৌলিক দায়িত্বসমূহ

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় একজন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত করদাতার অনেক ধরনের দায়িত্ব থাকে। কিছু দায়িত্ব দৈনন্দিন ভিত্তিতে পালন করতে হয়, কিছু দায়িত্ব মাসিক ভিত্তিতে পালন করতে হয়। আবার এমন কিছু দায়িত্ব আছে যা প্রয়োজনের সময় পালন করতে হয়। দৈনিক এবং মাসিক ভিত্তিতে পালন করতে হয় এমন দায়িত্বসমূহ হতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ১৯ টি দায়িত্ব নিয়ে এ পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ-

১। মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন;
২। নিজের ব্যবসায়টি মূসকের আওতায় আসবে কিনা তা জানা;
৩। নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ;
৪। মূসক আরোপের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানা;
৫। সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি;
৬। কেনা-বেচার সময় করণীয়;
৭। ভ্যাট অফিসে রিপোর্টিং;
৮। ব্যবসায়ের হিসাবরক্ষণ;
৯। পরিশোধ যোগ্য করের পরিমাণ নিরূপণ ও তা পরিশোধ;
১০। দাখিলপত্র জমা প্রদান;
১১। হিসাব, রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি সংরক্ষণের মেয়াদ ও স্থান;
১২। মূসক প্রশাসনকে সবসময় "সর্বোতভাবে সম্পূর্ণ, সত্য ও নির্ভুল" তথ্য প্রদান;
১৩। মূসক সংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য জানা ও জানানো;
১৪। মূসক প্রশাসনকে সহায়তা করা;
১৫। সঠিকাভাবে আইনি দায়িত্ব প্রতিপালনের পুরস্কার;
১৬। আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জটিলতা;
১৭। মূসক সম্পর্কে সহায়তা কোথায় পাওয়া যাবে তা জানা;
১৮। মূসক সংশ্লিষ্ট সহযোগী বিধি-বিধান জানা;
১৯। একজন ভোক্তার দায়িত্ব (Responsibility of a Consumer)।

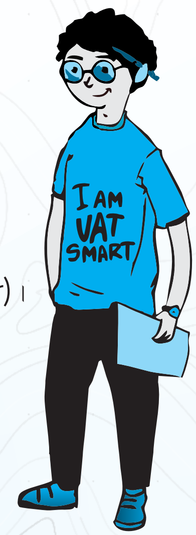

মৌলিক দায়িত্ব ১ — মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন

মূল্য সংযোজন কর কি?

মূল্য সংযোজন কর হলো একটি ভোক্তা কর যা পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের প্রতিটি পর্যায়ে সংযোজিত মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে প্রযোজ্য হয়। এটি একটি পরোক্ষ কর (Indirect Tax)। পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ এর সময় মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হয়। মূল্য সংযোজনের উপর প্রযোজ্য হয় বলেই একে মূল্য সংযোজন কর বলা হয়ে থাকে। একজন উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক তার ক্রয়কৃত পণ্যের ক্রয়মূল্যের সাথে বিক্রয়ের পূর্বে সংযোজিত মূল্যকে মূল্য সংযোজন বলা হয়। সহজ ভাষায় বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের পার্থক্যই মূল্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত।

মূল্য সংযোজন = বিক্রয়মূল্য-ক্রয়মূল্য

যিনি মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করেন এবং যিনি মূল্য সংযোজন কর আদায় করেন?

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় সর্বশেষ ভোক্তা মূসক পরিশোধ করেন এবং নিবন্ধিত ব্যবসায়ী তা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করেন। ব্যবসায়ী যখন কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করেন তখন তিনি ক্রেতা হিসেবে মূসক পরিশোধ করেন। আবার তিনি যখন বিক্রি করেন তখন ক্রেতা হতে মূসক আদায় করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি বিক্রয়ের সময় আদায়কৃত মূসক হতে ক্রয়ের সময় পরিশোধিত মূসক বাদ দিয়ে বর্ধিত অংশ সরকারি কোষাগারে জমা করেন।

মূল্য সংযোজন কর কোন কোন পর্যায়ে আরোপিত হয়?

মূল্য সংযোজন কর প্রধান দুটি পর্যায়ে আরোপিত হয়। যথা:

(ক) আমদানি পর্যায়   (খ) সরবরাহ পর্যায়

(ক) আমদানি পর্যায়: পণ্য বা সেবা আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আইনের অধীন মূসক, সম্পূরক শুল্ক ও আগাম কর প্রযোজ্য হয়। পণ্য আমদানি ক্ষেত্রে কাস্টম হাউসের কমিশনার উক্ত করের টাকা আদায় করেন। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে মূসক কমিশনার তা আদায় করেন।

(খ) সরবরাহ পর্যায়: দেশের ভিতরে কোন পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি কেনা-বেচা হলে তাকে সরবরাহ বলা হয়। সরবরাহ পর্যায়কে আবার নিম্নে বর্ণিত ৩ টি উপ পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়, যথা:

(অ) উৎপাদন পর্যায়: কোন পণ্য তৈরি, সংযোজন, প্যাকিং ইত্যাদি;
(আ) ব্যবসায় পর্যায়: ক্রয়কৃত পণ্য কোন পরিবর্তন ছাড়াই বিক্রয়;
(ই) সেবা পর্যায়: পণ্য ও স্থাবর সম্পত্তি ব্যতিত অন্যান্য সরবরাহ।

মূসক আইনে কত ধরনের কর আরোপিত হয়?

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন মোট ৪ ধরনের কর আরোপিত হয়, যথা-

(ক) মূল্য সংযোজন কর (মূসক): আমদানি ও সরবরাহ পর্যায়
(খ) সম্পূরক শুল্ক (এসডি): আমদানি ও সরবরাহ পর্যায়
(গ) টার্নওভার কর: সরবরাহ পর্যায়
(ঘ) আগাম কর: আমদানি পর্যায়।

কত ধরনের মূসক হার আরোপিত আছে?

আদর্শ হার: ১৫%
শূন্য হার (রপ্তানির ক্ষেত্রে): ০%
সংকুচিত হার (তৃতীয় তফসিলভুক্ত): ১.৫%, ২%, ২.৪%, ৪.৫%, ৫%, ৭.৫%, ১০%।
সুনির্দিষ্ট কর (তৃতীয় তফসিলভুক্ত): ওজন বা সংখ্যা অনুযায়ী

(ক) নিউজপ্রিন্ট পেপার: ১৬০০ টাকাপ্রতি টন;
(খ) কটন সুতা: ৩ টাকাপ্রতি কেজি
(গ) ইট:প্রতি হাজারে ৪৫০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ৭০০ টাকা।
(ঘ) এমএস প্রোডাক্ট: স্ক্র্যাপ হতে এমএস পণ্য ২২০০ টাকা প্রতি মে. টন।
(ঙ) স্ক্র্যাপ: ১০০০ টাকা প্রতি টন।

আগাম কর: ০%, ৩% এবং ৫%।
টার্নওভার কর: ৪%
সম্পূরক শুল্ক (দ্বিতীয় তফসিল):

(ক) আমদানি পর্যায়ে: ৫০০%, ৩৫০%, ২৫০%, ২০০%, ১৫০%, ১০০%, ৬০%, ৪৫%, ৩০%, ২০%, ১০% (মোট ১২ টি হার)।

(খ) স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে: ৬৫%, ৫৫%, ৫০%, ৪০%, ৩৫%, ২৫%, ২০%, ১৫%, ১০%, ৫% (মোট ১১ টি হার)।

মৌলিক দায়িত্ব নিজের ব্যবসাটি মূসকের আওতায় আসবে কিনা তা

করযোগ্যতার পরীক্ষা

সকল ব্যবসায়ীকে মূসকের আওতায় আনা হয়নি। তাই একজন ব্যবসায়ীকে মূসক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার পরই জানতে হবে তার ব্যবসাটি মূসকের আওতার মধ্যে পড়ে কিনা। মূসক ব্যবস্থায় কোন ব্যবসায় মূসকযোগ্য আর কোন ব্যবসায় মূসকযোগ্য নয় তা কয়েকভাবে নির্ধারিত হয়, যথা:

(ক) টার্নওভার সীমার মাধ্যমে (খ) অব্যাহতির মাধ্যমে

(ক) টার্নওভার সীমার মাধ্যমে: সাধারণ অবস্থায় যেসকল করদাতার বার্ষিক করযোগ্য টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে করদাতাকে কোন কর প্রদান করতে হবে না এবং নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আওতায় আসতে হবে না। তিনি আওতার বাইরে থাকবেন। আবার বার্ষিক করযোগ্য টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হতে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে তাকে টার্নওভার করের জন্য তালিকাভুক্ত হতে হবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম রয়েছে। এ ধরনের ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে করদাতার বার্ষিক করযোগ্য টার্নওভার যাই হোক না কেন তাকে ভ্যাটের জন্য নিবন্ধিত হতে হবে এবং তাকে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। তালিকাটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে দেয়া হলো, যথা-

(অ) টেবিল-১ এ বর্ণিত পণ্যের উৎপাদনকারীকে-

পণ্য	পণ্য	পণ্য
মিল্ক পণ্য	পিগমেন্টস, ভার্নিসেস ও পলিশেস	কটন ইয়ার্ন
স্টার্চ	সকল প্রকার ইঙ্ক	কটন ফেব্রিক্স
গাম	তরল সাবানসহ সকল প্রকার সাবান	সিনথেটিক ফাইবার
গুকোজ/ডেক্সট্রোজ	ডিটারজেন্ট	নাইলন কর্ড
মোলাসেস	দিয়াশলাই	ফিশিং নেট
লজেন্স, চুইংগাম	মশার কয়েল	নিটেড এন্ড ক্রোচড ফেব্রিক্স/ সকস/রেডিমেট গার্মেন্টস
চকলেট	ফোম	স্যান্ড পেপার
নুডলস ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী	পিভিসি পাইপ/পাস্টিক কন্টেইনার	এসবেস্টস
বিস্কুট, চানাচুর ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী	প্লাস্টিক পণ্য	সকল প্রকার ইট
জ্যাম ও জেলি	টায়ার টিউব	কার্বন রড
আচার, সস	রাবার প্রোডাক্ট	সকল প্রকার সিরামিক এবং পোরসেলিনের তৈরী পণ্য
চায়না ক্লে	চামড়াজাত পণ্য	গ্যাসওয়ার
লাইম	কাঠের পণ্য	স্ক্র্যাপ
মার্বেল স্টোন	পার্টিক্যাল বোর্ড	সকল প্রকার এম এস প্রোডাক্ট
লেড অক্সাইড	ইনসুলেশন বোর্ড	লিফ স্প্রিং

পণ্য	পণ্য	পণ্য
এলাম	হার্ড বোর্ড	Cooking Appliances
সোডিয়াম সিলিকেট	প্লাইউড	Kitchen Appliances]
গ্লিসারিন	পাল্প	সেনিটারি ওয়্যার
এসিটিক এসিড	টয়লেট পেপার/টিস্যু পেপার/ স্যানিটারি ন্যাপকিন	স্টিল ইনগট
মেলামাইন	প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস	স্টেইনলেস স্টিল
এন্টিসেপটিক, ডিসইনফেকট্যান্ট ও ঔষধ	উলেন ফেব্রিক্স	নেইলস
এ্যালুমিনিয়াম ফিটিংস	এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল	কপার এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার
লেড ইনগট	বেড	ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড
বৈদ্যুতিক পাখা ও উহার যন্ত্রাংশ	গ্যাস বার্নার	ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার
ড্রাইসেল ব্যাটারী ও স্টোরেজ ব্যাটারী	ব্যাটারী সেপারেটর	টেলিভিশন
বৈদ্যুতিক বাল্ব	বাইসাইকেল পার্টস	

(আ) টেবিল-২ এ বর্ণিত সেবা প্রদানকারীকে-

সেবা	সেবা	সেবা
হোটেল (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত)	চলচ্চিত্র স্টুডিও	যোগানদার (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত)
রেস্তোরাঁ (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত)	জরিপ সংস্থা	বিদেশী শিল্পী সহযোগে বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজক
ডেকোরেটরস ও ক্যাটারার্স	পান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	স্যাটেলাইট ক্যাবল অপারেটর
মোটর গাড়ীর গ্যারেজ এবং ওয়ার্কসপ	মিষ্টান্ন ভান্ডার	স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটর
ডক ইয়ার্ড	চলচ্চিত্র প্রদর্শক (প্রেক্ষাগৃহ)	সিকিউরিটি সার্ভিস
নির্মাণ সংস্থা	চলচ্চিত্র পরিবেশক	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী
পণ্যাগার	আসবাবপত্রের উৎপাদক	হেলথ ক্লাব ও ফিটনেস সেন্টার
বন্দর	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	খেলাধুলার আয়োজক
বিজ্ঞাপনী সংস্থা	স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার ও স্বর্ণ পাকাকারী	পরিবহন ঠিকাদার (খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যতীত)
ছাপাখানা	বীমা কোম্পানি (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত)	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী
নিলামকারী সংস্থা	কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	আর্কিটেক্ট,ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর
ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	বিউটি পার্লার	গ্রাফিক ডিজাইনার
ভবন নির্মাণ সংস্থা	কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম
টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার,টেলেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট সংস্থা	ইজারাদার	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী
সিমকার্ড বা e-SIM সরবরাহকারী	অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম	বোর্ড সভায় যোগদানকারী
যান্ত্রিক লন্ড্রি	শিপিং এজেন্ট	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী

সেবা	সেবা	সেবা
ইনডেনটিং সংস্থা	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকুল বাস সার্ভিস	ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী
ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকুল নৌযান সার্ভিস]	বিদ্যুৎ বিতরণকারী (সেচ কাজে এবং হিমাগার সেবার সরবরাহ ব্যতীত)
ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং সংস্থা	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকুল রেলওয়ে সার্ভিস	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা
কমিউনিটি সেন্টার	যোগানদার (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত)	গাসশিট প্রলেপকারী প্রতিষ্ঠান
চলচ্চিত্র স্টুডিও	বিদেশী শিল্পী সহযোগে বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজক	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা
জরিপ সংস্থা	স্যাটেলাইট ক্যাবল অপারেটর	ক্রেডিট কার্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
প্লান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটর	অর্থ বিনিয়োগকারী (মানি চেঞ্জার) প্রতিষ্ঠান
মিষ্টান্ন ভান্ডার	সিকিউরিটি সার্ভিস	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টেইলারিং শপ ও টেইলার্স
চলচ্চিত্র প্রদর্শক (প্রেক্ষাগৃহ)	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী	এ্যামিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্ক
চলচ্চিত্র পরিবেশক	হেলথ ক্লাব ও ফিটনেস সেন্টার	পিকনিক স্পট, শ্যুটিং স্পট
আসবাবপত্রের উৎপাদক	খেলাধুলার আয়োজক	ভবন, মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা
আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	পরিবহন ঠিকাদার (খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যতীত)	লটারীর টিকিট বিক্রয়কারী
স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার ও স্বর্ণ পাকাকারী	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা
বীমা কোম্পানি (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকুল বাস সার্ভিস	কোচিং সেন্টার
কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকুল নৌযান সার্ভিস	অনুষ্ঠান আয়োজক
বিউটি পার্লার	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকুল রেলওয়ে সার্ভিস	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান
কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজরি ফার্ম	রাইড শেয়ারিং	
ইজারাদার	তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা	সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব
অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম	স্পন্সরশীপ সেবা	তৈরি পোশাক বিপণন
শিপিং এজেন্ট	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	অনলাইনে পণ্য বিক্রয়

(ই) টেবিল-৩ এ বর্ণিত ব্যবসায়ীকে-

পন্য
সিমেন্ট
সকল প্রকার সিরামিক এবং পোরসেলিনের তৈরী পণ্য
জিপি শিট/সিআই শিট
এমএস প্রোডাক্ট
সেনিটারিওয়্যার
এ্যালুমিনিয়াম ফিটিংস
এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশনসহ সকল প্রকার ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য সামগ্রী

ঈ) অবস্থান নির্বিশেষে সকল সুপারশপ এবং শপিংমল এবং টেবিল ৩ উল্লিখিত ব্যবসায়ী পর্যায়ের সরবরাহের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠান জেলা শহর বা সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত।

(খ) অব্যাহতির মাধ্যমে: অব্যাহতি দুইভাবে প্রদান করা হয়। প্রথমত: আইনের প্রথম তফসিলের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে। আইনের প্রথম তফসিলের মাধ্যমে অব্যাহতি সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। আইনের প্রথম তফসিলভুক্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তির জন্য মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়।

নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত, যথা-

১. প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ বা আমদানি (প্রথম তফসিলভুক্ত পণ্য ও সেবা সরবরাহ বা আমদানি সকলের জন্য অব্যাহতি);

২. ৫ টি পর্যায়ে প্রঙ্গাপন দ্বারা পণ্য ও সেবা সরবরাহ। অর্থাৎ আমদানি, উৎপাদন, আমদানি ও উৎপাদন, সেবা এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্য ও সেবা সরবরাহ;

৩. কম্প্রেসর এবং এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

৪. কম্প্রেসর, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদন পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

৫. সিকেডি মোটরকার ও মোটর ভেহিক্যাল উৎপাদন পর্যায়ে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

৬. Active Pharmaceuticals Ingredients (API) উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানি পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি;

৭. পলিপ্রোপাইলিন স্টাপল ফাইবার উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি;

৮. শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে টেবিলভূক্ত পণ্য সরবরাহের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি;

৯. শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানি সেবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং, বীমা, কুরিয়ার এর উপর মূসক অব্যাহতি;

১০. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য টেবিলভূক্ত পণ্য সরবরাহ ও সেবার উপর মূসক অব্যাহতি;

১১. হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে টেবিলভূক্ত সেবার বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি;

১২. স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং উপকরণসমূহের উপর মূসক অব্যাহতি;

১৩. বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সমুদ্রগামী জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের নিমিত্ত তামাকের তৈরি সিগারেটের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

১৪. বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের নিমিত্ত তামাকের তৈরি সিগারেটের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

১৫. বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসকে সেই দেশের জাতীয় দিবস কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সেবা প্রদানের উপর মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

১৬. মোবাইল টেলিফোন সেট বা সেলুলার ফোন উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি;

১৭. স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার উৎপাদনের লক্ষ্যে টেবিলভূক্ত কাঁচামাল আমদানির উপর মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

১৮. এলপিজি সিলিন্ডার উৎপাদনের উপর আরোপণীয় ৫% এর অতিরিক্ত মূসক অব্যাহতি;

১৯. পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের উপর মূসক অব্যাহতি সংক্রান্ত;

২০. ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও ইলেক্ট্রিক ওভেন এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে আরোপণীয় মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

২১. বেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক কেটলি, আয়রন, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার ও প্রেসার কুকার এর এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে আরোপণীয় মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি;

২২. কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত অন্যান্য ডিভাইস এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে আরোপণীয় মূসক অব্যাহতি;

২৩. পেট্রোবাংলার সহিত সম্পাদিত উৎপাদন বণ্টন চুক্তির আওতায় বর্ণিত ব্লকসমূহে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সকল আমদানিকৃত সেবা ও সরবরাহকৃত সেবার উপর মূসক অব্যাহতি;

২৪. মোবাইল অপারেটরগণ কর্তৃক বিটিআরসি'কে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের (২এ ও ৩এ) লাইসেন্স ব্যবহারের শর্ত অনুযায়ী প্রদত্ত রেভিনিউ শেয়ারিং এর বিপরীতে মূল্য সংযোজন

কর হইতে অব্যাহতি;

২৫. সংশ্লিষ্ট কাস্টমস এসআরও (১২৮/২০২০/কাস্টমস) এর শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে ডেইরি/পোল্ট্রি/মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের উপর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি।

ব্যতিক্রম:

অর্থনৈতিক কার্যক্রম করযোগ্য না হলেও কখনো কখনো ব্যবসায়ীকে নিবন্ধিত হতে হয়। কারণ অনেকগুলো কাজের ক্ষেত্রে মূসক নিবন্ধন নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে টার্নওভার নির্বিশেষে ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হবে। যেমন-

১. সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ বা প্রস্তুত বা আমদানি; অর্থাৎ দ্বিতীয় তফসিলভূক্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী;

২. আমদানি ও রপ্তানিকারক;

৩. কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বা কোন চুক্তি বা কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহকারী;

৪. বিদেশি কোন প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ অফিস বা লিয়াজোঁ অফিস বা প্রজেক্ট অফিস স্থাপন করেন;

৫. মূসক এজেন্ট হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন;

৬. সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯, তারিখ: ১৭/০৭/২০১৯ খ্রি. এ উল্লিখিত টেবিলভূক্ত পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী; উক্ত আদেশে ৩ টি টেবিল আছে। অর্থাৎ টেবিল-১ ভূক্ত পণ্যের উৎপাদনকারী, টেবিল-২ ভূক্ত সেবা প্রদানকারী, টেবিল-৩ ভূক্ত পণ্যের ব্যবসায়ী এবং অবস্থান নির্বিশেষে সুপারশপ ও শপিংমলে পরিচালনাকারী ব্যবসায়ী।

নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ

নিবন্ধনের আবেদন ও নিবন্ধন প্রদান।-(১) প্রত্যেক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি যে দিন তাহার নিবন্ধনের আবশ্যকতা উদ্ভুত হইবে সেই দিনের পর হইতে ১৫ (পনের) দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে ফরম "মূসক ২.১" এ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূসক নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত স্থানে আবেদন দাখিল করা যাইবে, যথা:

(ক) অনলাইনে বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে (www.vat.gov.bd);

(খ) আবেদনকারীর জন্য সুবিধাজনক হয় এমন কোনো কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বা মূসক বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সেবা কেন্দ্র;

(গ) বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সেবা কেন্দ্র;

(ঘ) বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক পরিচালিত কোনো মেলা; এবং

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো স্থান।

নিবন্ধন গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিল:

- e-TIN সার্টিফিকেট;
- ঠিকানা (ট্রেড লাইসেন্স);
- ইমেইল আইডি;
- শাখা ইউনিটের ঠিকানা (ট্রেড লাইসেন্স);
- শাখা ইউনিটের ঠিকানা;
- শাখা ইউনিটের ইমেইল আইডি;
- ব্যাংক হিসাবের তথ্য;
- বার্ষিক টার্নওভার;
- জাতীয় পরিচয়পত্র (NID);
- পরিচালক/অংশীদার/স্বত্বাধিকারীর তথ্য এবং এনআইডি;
- পূর্ববর্তী Business Identification Number (BIN);
- লিমিটেড কোম্পানি হলে Incorporation Certificate;
- লিমিটেড কোম্পানি হলে পরিচালকদের NID;
- প্রাসঙ্গিক দলিলাদি ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে আপলোড করতে হবে।

মূসক আরোপের বিভিন্ন পর্যায়

শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ। (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে শূন্য, যথা:-

(ক) ধারা ২২, ২৩ এবং ২৪ এ উল্লিখিত কোন সরবরাহ; বা

(খ) শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ গ্রহণের অধিকার (right) বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) সংক্রান্ত সরবরাহ।

(২) যদি কোন সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং শূন্যহারবিশিষ্ট উভয়ই হয়, তাহা হইলে এই উপ-ধারার আওতায় সরবরাহটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হইয়া শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

উদাহরণ: যদি রপ্তানিতব্য পণ্যের মূল্য ১০০ টাকা হয়, তবে ভ্যাট কত?

∴ ভ্যাট = রপ্তানি পণ্যের মূল্য × রেট

∴ ভ্যাট = ১০০০% = ০ টাকা

করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ:

করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ।-কোন করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে নিম্নবর্ণিত পরিমাণের সমষ্টি, যথা:-

(ক) কাস্টমস আইনের অধীন আমদানি শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে ধার্যকৃত পণ্য মূল্যের পরিমাণ; এবং

(খ) পণ্য আমদানির উপর প্রদেয়, যদি থাকে, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর (আগাম কর এবং অগ্রিম আয়কর ব্যতীত)।]

উদাহরণ-১: যদি একটি আইসক্রিমের এফওবি (FOB) মূল্য ৮১.৬৯ ইউরো হয় (১ ইউরো = ১০০ টাকা), তবে এর শুল্কায়নযোগ্য মূল্য কত?

সমাধান: দেয়া আছে, এফওবি মূল্য = ৮১.৬৯ ইউরো

আমরা জানি, ফ্রেইট সমুদ্রপথে ২০% অথবা আকাশ পথে ১৫%, ইনস্যুরেন্স ১% এবং ল্যান্ডিং চার্জ ১% (ঘোষণা থাকলে ঘোষিত ফ্রেইট/ইনস্যুরেন্স)

এখন, ফ্রেইট = ৮১.৬৯ × ২০% = ১৬.৩৪ ইউরো

∴ সিএন্ডএফ মূল্য = এফওবি মূল্য + ফ্রেইট = ৮১.৬৯ + ১৬.৩৪ = ৯৮.০৩ ইউরো

আবার, ইনস্যুরেন্স = ৯৮.০৩ × ১% = ০.৯৮

∴ সিআইএফ মূল্য = সিএন্ডএফ মূল্য + ইনস্যুরেন্স = ৯৮.০৩ + ০.৯৮ = ৯৯.০১ ইউরো

আবার, ল্যান্ডিং চার্জ = সিআইএফ মূল্যের ১% = ৯৯.০১ × ১% = ০.৯৯ ইউরো

∴ শুল্কায়নযোগ্য মূল্য = সিআইএফ মূল্য + ল্যান্ডিং চার্জ = ৯৯.০১ + ০.৯৯ = ১০০ ইউরো

= ১০০ × ১০০ টাকা = ১০,০০০ টাকা

উত্তর: ১০,০০০ টাকা।

উদাহরণ-২: একজন বাণিজ্যিক আমদানিকারক পারফিউম আমদানি করেন। পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ১০,০০০ টাকা। আমদানি শুল্কের হার ২৫%, রেগুলেটরি শুল্কের হার ৩%, সম্পূরক শুল্কের হার ৩০%, মূসক এর হার ১৫%, উৎসে আয়কর এর হার ৫% এবং আগাম কর এর হার ৫%। আমদানি পর্যায়ে মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্য ও মূসক নির্ণয় করুন।

সমাধান: দেয়া আছে,

CD-২৫%,

RD-৩%,

SD- ৩০%,

VAT-১৫%,

AIT-৫%,

AT-৫%

শুল্কায়নযোগ্য মূল্য, (Assessable Value) = ১০,০০০ টাকা।

এখন,

∴ CD = AV × ২৫% = ১০,০০০ × ২৫% = ২,৫০০ টাকা।

∴ RD = AV × ৩% = ১০,০০০ × ৩% = ৩০০ টাকা।

∴ SD = (AV + CD + RD) × ৩০% = (১০,০০০ + ২,৫০০ + ৩০০) × ৩০% = ১২,৮০০ × ৩০% = ৩,৮৪০ টাকা।

∴ VAT = (AV + CD + RD + SD) × ১৫% = (১০,০০০ + ২,৫০০ + ৩০০ + ৩,৮৪০) × ১৫%
= ১৬,৬৪০ × ১৫% = ২,৪৯৬ টাকা

∴ মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্য ১৬,৬৪০ টাকা ও মূসক ২,৪৯৬ টাকা।

পুনঃআমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ।- পণ্য রপ্তানির পর উহা পুনঃআমদানি করিবার ক্ষেত্রে যদি পণ্যটির আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও গুণগতমান অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের মেরামতের পর যে পরিমাণ মূল্য বর্ধিত হয় উহার সহিত বীমা, ভাড়া এবং ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করিয়া শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহা মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে।

উদাহরণ-১: এক্স মেশিনারি লি: জার্মানিতে অবস্থিত ওয়াই লি: এর নিকট থেকে ১০ টি

টেক্সটাইল মেশিন ১০ লক্ষ ডলারে আমদানি করলেন। আমদানির সময় ১ বছরের জন্য ওয়ারেন্টি দেয়া ছিল। আমদানির ৬ মাস পর ৫ টি মেশিন নষ্ট হয়ে যায়। ওয়ারেন্টির শর্ত অনুযায়ী মেশিনগুলো পুনঃআমদানির নিমিত্তে জার্মানিতে পাঠানো হলো। মেশিনগুলো মেরামত করে পুনঃআমদানি করা হলো। কিন্তু ৫ টি মেশিন জার্মানি থেকে আনতে ৯,৮০৩ ডলার ফ্রেইট চার্জ খরচ হলো। এক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য কত? ১ ডলার = ১০০ টাকা।

সমাধান: ৫ টি মেশিনের মূল্য ৫ লক্ষ ডলার হলেও ওয়ারেন্টি থাকায় কোন মূল্য পরিশোধ করতে হয়নি।

অর্থাৎ মেশিনের FOB মূল্য = ০ টাকা।

দেয়া আছে,

ফ্রেইচ চার্জ = ৯,৮০৩ ডলার

∴ ইনস্যুরেন্স = ফ্রেইট চার্জের ১% = ৯,৮০৩ × ১% = ৯৮

∴ সিআইএফ মূল্য = সিএন্ডএফ মূল্য + ইনস্যুরেন্স = ৯,৮০৩ + ৯৮ = ৯,৯০১ ডলার

আবার, ল্যান্ডিং চার্জ = সিআইএফ মূল্যের ১% = ৯,৯০১ × ১% = ৯৯ ডলার

∴ শুল্কায়নযোগ্য মূল্য = সিআইএফ মূল্য + ল্যান্ডিং চার্জ = ৯,৯০১ + ৯৯ = ১,০০০ ডলার
= ১,০০০ দ্ধ ১০০ = ১,০০,০০০ টাকা

আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয়।-(১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন।

(২) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) শতাংশ হারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।

(৩) প্রত্যেক নিবন্ধিত আমদানিকারক যিনি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ বা তৎপরবর্তী চারটি করমেয়াদের মধ্যে মূসক দাখিলপত্রে পরিশোধিত আগাম করের সমপরিমাণ অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন কিন্তু নিবন্ধিত নহেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগাম কর ফেরত প্রদানের নিমিত্ত কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনার আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

উদাহরণ: একজন বাণিজ্যিক আমদানিকারক পারফিউম আমদানি করেন। পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ১০,০০০ টাকা। আমদানি শুল্কের হার ২৫%, রেগুলেটরি শুল্কের হার ৩%, সম্পূরক শুল্কের হার ৩০%, মূসক এর হার ১৫%, উৎসে আয়কর এর হার ৫% এবং আগাম কর এর হার ৫%। আমদানি পর্যায়ে আগাম কর আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্য ও আগাম কর নির্ণয় করুন।

সমাধান: দেয়া আছে,

CD-২৫%,

RD-৩%,

SD- ৩০%,

VAT-১৫%,

AIT-৫%,

AT-৫%

শুল্কায়নযোগ্য মূল্য, AV = ১০,০০০ টাকা।

এখন,

∴ CD = AV × ২৫% = ১০,০০০ × ২৫% = ২,৫০০ টাকা।

∴ RD = AV × ৩% = ১০,০০০ × ৩% = ৩০০ টাকা।

∴ SD = (AV + CD + RD) × ৩০% = (১০,০০০ + ২,৫০০ + ৩০০) × ৩০% = ১২,৮০০ × ৩০% = ৩,৮৪০ টাকা।

∴ VAT = (AV + CD + RD + SD) × ১৫% = (১০,০০০ + ২,৫০০ + ৩০০ + ৩,৮৪০) × ১৫%

= ১৬,৬৪০ × ১৫% = ২,৪৯৬ টাকা

∴ AT = (AV + CD + RD + SD) × ৫% = (১০,০০০ + ২,৫০০ + ৩০০ + ৩,৮৪০) × ৫%

= ১৬,৬৪০ × ৫% = ৮৩২ টাকা

∴ আগাম কর আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্য ১৬,৬৪০ টাকা ও আগাম কর ৮৩২ টাকা।

সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি:

৩২। করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ।-(১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, করযোগ্য কোন সরবরাহের পণ হইতে উক্ত পণের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে সরবরাহ মূল্য।

(২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের পণ হইবে সরবরাহের মূল্য বা সরবরাহকারী এবং সরবরাহ গ্রহীতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হইলে ন্যায্য বাজার মূল্য।]

(৩) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার সহযোগীর নিকট সরবরাহকৃত করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য, যদি-

(ক) উক্ত সরবরাহ পণবিহীন হয় বা উহার পণ ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হয়; এবং

(খ) উক্ত সহযোগী এইরূপ সরবরাহের নিমিত্ত উদ্ভূত সমুদয় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী না হন।

(৪) অন্যবিধভাবে নির্ধারিত না থাকিলে পণবিহীন করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য।

(৫) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) দাখিল করিতে হইবে।

উদাহরণ-১: পণ্যের মূল্য ১০০ টাকা ও ভ্যাট ১৫ টাকা হলে, পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য = ১০০ + ১৫ = ১১৫ টাকা। এখানে, পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য ১১৫ টাকা, পণ্যের মূল্য ১০০ টাকা ও ভ্যাট ১৫ টাকা।

উদাহরণ-২: যদি পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য ১৬০ টাকা ও ভ্যাটের হার ১৫% হয়, তবে ভ্যাট ও সরবরাহ মূল্য কত টাকা?

সমাধান: ভ্যাট = মোট বিক্রয়মূল্য × কর-ভগ্নাংশ

= ১৬০ × জ/(১০০+জ) = ১৬০ × ১৫/(১০০ + ১৫) = ১৬০ × ১৫/১১৫

∴ ভ্যাট = ২০.৮৭ টাকা।

এখন, সরবরাহ মূল্য = মোট বিক্রয়মূল্য ভ্যাট = ১৬০ ২০.৮৭ = ১৩৯.১৩ টাকা।

কেনা-বেচার সময় করণীয়

একজন ভ্যাটদাতাকে কেনা-বেচার সময় ভ্যাটের মূল দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে সময়ে পালনীয় দায়িত্বসমূহ:

(ক) ক্রয়ের সময় পালনীয় দায়িত্ব:

ব্যবসায়ী পণ্য বা সেবা বিক্রির পূর্বে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ক্রয় করে থাকেন। উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীর ক্রয়ের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবাইকেই কিছু না কিছু কিনতে হয়। আর ক্রয়ের সময় ক্রেতা যে মূল্যেই ক্রয় করেন না কেন, তার মধ্যেই মূসক অন্তর্ভুক্ত থাকে। ব্যবসায়ীকে ক্রয়ের সময়ে নিম্নরূপ দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে পালন করতে হবে, যথা:

- বিক্রেতার নিকট হতে মূসক-৬.৩ চালানপত্র চেয়ে নেয়া;
- চালানে ক্রেতা বিক্রেতার নাম, ঠিকানা, বিআইএনসহ অন্যান্য তথ্য যাতে নির্ভুলভাবে লেখা হয় তা নিশ্চিত করা;
- কোন বিক্রেতা মূসক-৬.৩ চালান প্রদান না করতে চাইলে স্থানীয় মূসক প্রশাসনকে জানানো।

(খ) বিক্রয়ের সময় পালনীয় দায়িত্ব:

বিক্রয়কালীন সময়ে ব্যবসায়ী সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বিক্রেতা পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের সময় নিম্নরূপ গুরুদায়িত্ব পালন করবেন, যথা:

- ক্রেতাকে মূসক-৬.৩ চালানপত্র প্রদান করবেন;
- চালানে ক্রেতা বিক্রেতার নাম, ঠিকানা, বিআইএনসহ অন্যান্য তথ্য যাতে নির্ভুলভাবে লেখা হয় তা নিশ্চিত করা;
- বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে প্রকৃতপক্ষে যে টাকা আদায় করবেন তার মধ্যেই ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করবেন;
- সার্ভিস চার্জের উপর ভ্যাট হবে;
- কমিশন বাদ দেয়ার পর মূল্য থাকবে তাতে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে;
- ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর), ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি) বা পয়েন্ট অব সেল (পিওএস) মেশিন হতে প্রিন্ট করা চালানও মূসক-৬.৩ চালান হিসেবে বিবেচিত হবে;
- ক্রেতা না চাইলেও তাকে মূসক-৬.৩ চালানপত্র প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ের হিসাবরক্ষণ

ভ্যাট একটি হিসাব-ভিত্তিক কর ব্যবস্থা। ভ্যাটদাতাকে তার ব্যবসায়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। তার মধ্যে প্রধান হিসাবগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

মূল্য সংযোজন কর হিসাবরক্ষণ।- (১) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তিকে তাহার সরবরাহের স্থান বা স্থানসমূহে নিম্নবর্ণিত পুস্তকসমূহ, চালানপত্রসমূহ, উৎসে কর কর্তন সনদপত্র এবং ক্রেডিট নোট ও ডেবিট নোট, যাহাই প্রযোজ্য হয়, উহার বিপরীতে নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:

(ক) ক্রয় হিসাব পুস্তক।- নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল ক্রয়ের হিসাব ফরম "মূসক-৬.১" এ সংরক্ষণ করিবেন;]

(খ) বিক্রয় হিসাব পুস্তক।- নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল বিক্রয়ের হিসাব ফরম "মূসক-৬.২" এ সংরক্ষণ করিবেন;

(খখ) ক্রয়-বিক্রয় হিসাব।- যদি নিবন্ধিত ব্যক্তি যে সকল পণ্য ক্রয় করেন উক্তরূপ পণ্য কোনোরূপ প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে উহা সরবরাহ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হিসাব "মূসক-৬.২.১" এ সংরক্ষণ করিবেন;

(গ) কর চালানপত্র।- নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক চালানপত্র জারি করিতে হইবে, যথা:

(অ) প্রতিটি সরবরাহের বিপরীতে ফরম "মূসক ৬.৩" এ একটি কর চালানপত্র;
(আ) চালানপত্র প্রদানের প্রকৃত তারিখ ও সময়;
(ই) সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
(ঈ) সরবরাহমূল্য ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হইলে ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
(উ) পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ,সরবরাহ প্রদানের তারিখ, সময়, যানবাহনের প্রকৃতি ও নম্বর;
(ঊ) সরবরাহ মূল্য (মূসক ব্যতিত);
(ঋ) সরবরাহের উপর প্রযোজ্য মূসক হার;
(এ) প্রদেয় মূসকের পরিমাণ;
(ঐ) সরবরাহ মূল্য এবং প্রদেয় মূসকের যোগফল;
(ও) অর্থবৎসর ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক কর চালানপত্র;
(ঔ) নিবন্ধিত ব্যক্তি একাধিক স্থান হইতে সরবরাহ প্রদান করিলে প্রতিটি স্থানের জন্য নাম, ঠিকানা ও চালানপত্র নম্বর উল্লেখপূর্বক পৃথক সংখ্যানুক্রমিক কর চালানপত্র;

(অঅ) মূল চালানপত্রটি ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবে, যাহা পণ্য পরিবহনকালে যানবাহনের সহিত থাকিতে হইবে এবং অনুলিপি নিবন্ধিত ব্যক্তি সংরক্ষণ করিবেন এইরূপ ন্যূনতম ২ (দুই) প্রস্থে কর চালানপত্র।;
(আআ) উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে করচালানপত্রই কর চালানপত্র ও উৎসে কর কর্তনের সনদপত্র;
(ইই) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোন তথ্য।

(ঘ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের চালানপত্র।- নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের চালানপত্র জারি করিতে হইবে, যথা:

(অ) চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ নিবন্ধিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে তাহাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য ফরম **"মূসক-৬.৪"** দ্বারা পারস্পরিকভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে;
(অঅ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ আমদানিস্থল হইতে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট সরাসরি সরবরাহ করা যাইবে;]
(আ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের চালানপত্র অর্থবৎসর ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক হইতে হইবে;
(ই) নিবন্ধিত ব্যক্তি একাধিক স্থান হইতে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের কার্যক্রম পরিচালনা করিলে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথক সংখ্যানুক্রমিক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের চালানপত্র জারি করিতে পারিবেন যাহাতে স্থানের নাম, ঠিকানা ও চালানপত্র নম্বর থাকিবে;
(ঈ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের চালানপত্র ন্যূনতম ২(দুই) প্রস্থে জারি করিতে হইবে, যাহার মূল চালানপত্রটি উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্য গ্রহণকারীকে প্রদান করিতে হইবে এবং অনুলিপি নিবন্ধিত সরবরাহকারী ব্যক্তি সংরক্ষণ করিবেন; এবং
(উ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্য, পণ্যের প্রকৃত মালিকের নিকট সরবরাহ শেষে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের জন্য প্রাপ্য বা প্রাপ্ত পণের জন্য ফরম **"মূসক-৬.৩"** এ একটি কর চালানপত্র জারি করিতে হইবে।

(ঙ) পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র।- নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র জারি করিতে হইবে, যথা:-

(অ) নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট পণ্য তাহার এক শাখা হইতে অন্য শাখায় (পণ্যাগারসহ) ফরম **"মূসক-৬.৫"** এ স্থানান্তর করিবেন;

(আ) পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র অর্থবৎসর ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক হইবে;
(ই) নিবন্ধিত ব্যক্তি একাধিক স্থান হইতে পণ্য স্থানান্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করিলে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথক সংখ্যানুক্রমিক পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র জারি করিতে পারিবেন যাহাতে স্থানের নাম, ঠিকানা ও চালানপত্র নম্বর থাকিবে; এবং
(ঈ) পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র ন্যূনতম ২ (দুই) প্রস্থে জারি করিতে হইবে যাহার মূল চালানপত্রটি পণ্য গ্রহণকারী শাখা (পণ্যাগারসহ) বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে এবংঅনুলিপি জারিকারী শাখায় সংরক্ষণ করিবেন।

(চ) উৎসে কর কর্তন সনদপত্র।- নিবন্ধিত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র জারি করিবেন, যথা:

(অ) নিবন্ধিত ব্যক্তি কোনো উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট কোনো সরবরাহ প্রদানকালে দফা (গ) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে ফরম "মূসক-৬.৩" এ একটি কর চালানপত্র ইস্যু করিবেন;
(আ) নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে কর্তন বা আদায়কৃত মূসক সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন এবং জমা প্রদানের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম "মূসক-৬.৬" তে সরবরাহকারীর অনুকূলে একটি উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিবেন;]
(ই) নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নন এমন সরবরাহ গ্রহীতা পণ পরিশোধের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক জমা প্রদানের, বা ক্ষেত্রমত, বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন অবহিত হওয়ার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম "মূসক- ৬.৬" এ সরবরাহকারীর অনুকূলে একটি উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিবেন;
(উ) উপ-দফা (ই) এর বিধান সত্ত্বেও সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে কর কর্তনযোগ্য একাধিক রবরাহের বিপরীতে সরবরাহকারী কর্তৃক জারিকৃত করচালানপত্র ফরম "মূসক-৬.৩" সমূহের সূত্রে একটি উৎসে কর কর্তন সনদপত্র জারি করিতে পারিবেন;

(ছ) ক্রেডিট নোট ও ডেবিট নোট।- নিবন্ধিত ব্যক্তি বিধি ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, ফরম "মূসক-৬.৭" এ ক্রেডিট নোট এবং ফরম "মূসক-৬.৮" এ ডেবিট নোট জারি করিবেন।

নোট: এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

(১)"ডেবিট নোট" অর্থ বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অন অডিটিং এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির বিধানানুযায়ী একটি সম্পূরক চালান, যাহা পূর্বে ইস্যুকৃত এক বা একাধিক কর চালানপত্রের সংশোধনী সংশ্লিষ্ট যাহার কারণে নিবন্ধিত ব্যক্তি বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারেন।

(২)"ক্রেডিট নোট" অর্থ বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অন অডিটিং এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির বিধানানুযায়ী একটি সম্পূরক চালান, যাহা পূর্বে ইস্যুকৃত এক বা একাধিক কর চালানপত্রের সংশোধনী সংশ্লিষ্ট যাহার কারণে নিবন্ধিত ব্যক্তি হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারেন।

(২) নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত তথ্যসহ, এ অধ্যায়ে বর্ণিত ফরমসমূহ নিজস্ব ফরম্যাটে ও প্রস্থে সংরক্ষণ করিতে পারিবেন, যাহাতে-
(ক) ফরমের নাম থাকিবে;
(খ) নির্ধারিত ফরমের সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; এবং
(গ) সংশ্লিষ্ট ফরমটি ন্যূনতম নির্ধারিত প্রস্থে জারি হইবে।

(৩) কোনো ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ "কর চালানপত্র", "উৎসে কর কর্তন সনদপত্র" "ডেবিট নোট" ও "ক্রেডিট নোট" রেয়াত বা সমন্বয়ের জন্য প্রামাণিক দলিল হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও, নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অন অডিটিং অনুযায়ী, যথাক্রমে, হিসাবরক্ষণ, রির্পোট ও নিরীক্ষা সম্পন্ন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রণীত দলিলাদিসহ ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে সংরক্ষণীয় ও ব্যবসায়ের অবস্থাজ্ঞাপক সকল দলিল বাণিজ্যিক দলিল হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উহা নিবন্ধিত ব্যক্তির করদায়িতা নির্ধারণে ব্যবহার করা যাইবে।

(৬) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি একই সাথে এই বিধির অধীন নির্ধারিত ফরমেটে এবং উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসরণ করিয়া নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণ করিতে পারিবেন না।
(৭) বোর্ড, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক তাহাদের নিজস্ব ফরমেটে ইস্যুকৃত বিল বা ইনভয়েসকে কর চালানপত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

কর নিরূপণ ও পরিশোধ

সরবরাহের উপর প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি।- (১) কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃকপ্রদেয় নীট করের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত উপায়ে নিরূপণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) উক্ত কর মেয়াদে প্রদেয় সকল উৎপাদ কর এবং সম্পূরক শুল্ক যোগ করিয়া;

(খ) উক্ত কর মেয়াদে যেই সকল উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকারী উহা দফা (ক) এর অধীন নিরূপিত যোগফল হইতে বিয়োগ করিয়া;

(গ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় যোগ করিয়া; এবং

(ঘ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল হ্রাসকারী সমন্বয় বিয়োগ করিয়া।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিরূপিত নীট কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

ধরি কোন ব্যক্তি কোন মাসে ১০০ টাকার উপকরণ ক্রয় করল এবং ১০০ টাকার উপর ১৫ টাকা ভ্যাট প্রদান করল। উক্ত উপকরণ দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে ২৩০ টাকা বিক্রয় করা হলো যার মধ্যে ৩০ টাকা ভ্যাট রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কি এখন ৩০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করবে? উত্তর হচ্ছে, না। কারণ প্রস্তুতকৃত পণ্যের উপকরণ ক্রয়ের সময় কিছু ভ্যাট আগেই পরিশোধ করা হয়েছিল, যা বিয়োগ হবে। এটাই ডেবিট-ক্রেডিট। এছাড়াও উৎসে কর কর্তন বা অন্যকোন ডেবিট-ক্রেডিটের হিসাব থাকলে সেগুলোও যোগ-বিয়োগ করে নিট প্রদেয় কর হিসাব করতে হয়। অর্থাৎ নিট প্রদেয় ভ্যাট নিম্নলিখিত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করতে হয়। যথা-

নিট প্রদেয় ভ্যাট = প্রদেয় ভ্যাট (বিক্রয়মূল্যের উপর ভ্যাট) −উপকরণ কর রেয়াত (ক্রয়মূল্যের উপর ভ্যাট) + বৃদ্ধিকারী সমন্বয় − হ্রাসকারী সমন্বয়

অর্থাৎ রিটার্নের নোট −৩৪ = নোট −৯সি নোট −২৩বি + নোট −২৮ নোট −৩৩।

নিট কর নিচের কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা করবেন

ক্র. নং	রাজস্ব খাত	অর্থনৈতিক কোড নম্বর
১	আমদানি পণ্যের উপর ভ্যাট	১/১১৩৩/০০০০/০৩০১
২	আমদানি পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক	১/১১৩১/০০০০/০৭০১
৩	দেশজ পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাট	১/১১৩৩/০০০০/০৩১১
৪	দেশজ পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক	১/১১৩৩/০০০০/০৭১১
৫	দেশজ সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক	১/১১৩৩/০০০০/০৭২১
৬	টার্নওভার ট্যাক্স	১/১১৩৩/০০০০/০৩১৩
৭	অন্যান্য ভ্যাট	১/১১৩৩/০০০০/০৩৯১
৮	জরিমানা ও দন্ড (ভ্যাট)	১/১১৩৩/০০০০/১৯০১
৯	আবগারি (এক্সাইজ) শুল্ক	১/১১৩৩/০০০০/০৬০১
১০	কাস্টমস ডিউটি	১/১১৩১/০০০০/০৪০১
১১	কাস্টমস সারচার্জ	১/১১৩১/০০০০/০৪১১
১২	অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ	১/১১৩৩/০০০০/০৪১২
১৩	অন্যান্য	১/১১৩৩/০০০০/০৪২১
১৪	জরিমানা ও দন্ড (কাস্টমস)	১/১১০৩/০০০০/১৯০১
১৫	কর্তন মূসক বাবদ ফেরত	১/১১৩৩/০০০০/০৩৯৯
১৬	দলিলপত্রের প্রতিলিপি প্রদান	১/১১৩৩/০০০০/২৬৮১
১৭	প্রি-শিপমেন্ট সার্ভিস চার্জ	১/১১৩৩/০০০০/২০১৬
১৮	নিলাম বিক্রয়ে প্রাপ্ত অর্থ	১/১১০৩/০০০০/২৬৮১
১৯	স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ	১/১১০৩/০০০১/২২১২
২০	পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ	১/১১০৩/০০০১/২২১৩
২১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ	১/১১০৩/০০০১/২২১৪
২২	উন্নয়ন সারচার্জ	১/১১০৩/০০০০/২২২৫
২৩	অন্যান্য (কাস্টমস)	১/১১০৩/০০০০/০৯৬১
২৪	রপ্তানি কর	১/১১৩১/০০০০/০৫০১

বিভিন্ন কমিশনারেট/কাস্টম হাউস এর নাম ও রাজস্ব কোড

ক্র. নং	কমিশনারেট/কাস্টম হাউস এর নাম	অর্থনৈতিক কোড নম্বর
১	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা	০০০১
২	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর	০০০৫
৩	বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মূসক	০০০৬
৪	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ)	০০১০
৫	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)	০০১৫
৬	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট	০০১৮
৭	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী	০০২০
৮	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম	০০২৫
৯	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব)	০০৩০
১০	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)	০০৩৫
১১	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা	০০৪০
১২	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর	০০৪৫
১৩	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম	০০১০
১৪	কাস্টম হাউস, ঢাকা	০০০৫
১৫	কাস্টম হাউস, বেনাপোল	০০০৭
১৬	কাস্টম হাউস, মোংলা	০০১৫
১৭	কাস্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর	০০২০
১৮	কাস্টম হাউস, পানগাঁও	০০২৫

দাখিলপত্র জমা প্রদান

আয়কর রিটার্ন বছরে ১ বার দাখিল করতে হয়। কিন্তু ভ্যাট রিটার্ন প্রতি মাসে ১ বার দাখিল করতে হয়। প্রত্যেক মাসের রিটার্ন পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অনলাইনে বা ভ্যাট সার্কেল অফিসে সরাসরি দাখিল করতে হয়। ১৫ তারিখ সরকারি ছুটি থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে রিটার্ন দাখিল করা যায়। যথাসময়ে রিটার্ন দাখিল না করলে ৫,০০০ টাকা জরিমানা হয় এবং মাসিক ১% হারে প্রদেয় করের উপর সুদ আরোপ হয়। ভ্যাট রিটার্ন মূসক ৯.১ ফরমে এবং টার্নওভার কর রিটার্ন মূসক ৯.২ ফরমে এ দাখিল করতে হয়। টার্নওভার কর রিটার্ন ৩ মাসে একবার দাখিল করতে হয়। প্রদেয় কর পরিশোধ ব্যতিত রিটার্ন জমা প্রদান করা যায় না।

দাখিলপত্র জমা না দিলে যেসকল কাজ করা যাবে না:

দালিপত্র জমা না দিলে সম্মাননাপত্র পাওয়া যাবে না। আর সম্মাননাপত্র পাওয়া না গেলে নিম্নের কাজগুলো করা যাবে না। কারণ কোনো নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির সন্মননা পত্র যেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, যথা:

- কোনো উৎসে কর্তনকারী সত্তায় কোনো সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে;
- কোনো টেন্ডারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে;
- কোনো সংস্থায় তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে;
- বন্ড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে;
- ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে;
- কোনো স্থাবর সম্পত্তির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে;
- আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে; এবং
- বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্যকোন ক্ষেত্রে।

মৌলিক দায়িত্ব:
হিসাব, রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি সংরক্ষণের মেয়াদ ও স্থান

হিসাব, রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কোনো মামলা বা অনিষ্পন্ন বিষয় থাকলে তা নিষ্পন্ন না হওয়া পযন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

নিবন্ধনের বা তালিকাভুক্তির স্থানেই দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির ব্যবসায়ের একাধিক শাখা থাকলে নিবন্ধিত ঠিকানা (Registerered Address) এ কেন্দ্রীয় হিসাব নিকাশের দলিলাদি এবং শাখাগুলোতে শাখার জন্য প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

নতুন আইনে কোনো দলিলাদি মূসক অফিসে জমা প্রদান করতে হবে না। দলিলাদি করদাতার নিবন্ধিত স্থান বা স্থানসমূহে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন তা তিনি মূসক দপ্তরে জমা রেখেছেন। অর্থাৎ, করদাতাকে যত্নসহকারে দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে যাতে তা নষ্ট না হয় এবং কোনো সময় মূসক কর্তৃপক্ষ অডিট বা তদন্তের প্রয়োজনে দেখতে চাইলে যেন তা দেখানো যায়। এ জন্য সকল করদাতার উচিত হবে তাদের নিবন্ধিত প্রাঙ্গণে **“মূসক রেকর্ড রুম”** স্থাপন করা উচিত।

মৌলিক দায়িত্ব:
মূসক প্রশাসনকে সবসময় “সবোতভাবে সম্পূর্ণ, সত্য ও নির্ভুল” তথ্য প্রদান

ভ্যাটদাতাগণকে নিবন্ধনের সময় অনেক তথ্য প্রদান করতে হয়। আবার দাখিলপত্র পেশের সময়ও অনেক তথ্য প্রদান করতে হয়। করদাতাকে সকল সবসময় সম্পূর্ণ সত্য নির্ভুল তথ্য প্রদান করতে হবে । বিষয়টি আপাতঃ দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইন সিস্টেমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল চালু হলে সৎ ও অসৎ ব্যক্তির মধ্যে একটি বড় পার্থক্য গড়ে উঠবে। অসত্য, অসম্পূর্ণ ও মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য করদাতা বার বার অডিটে পড়বেন। এছাড়া এ অপরাধের শাস্তিবেশ কঠোর।

মৌলিক দায়িত্ব:
মূসক সংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য জানা ও জানানো

ভ্যাটদাতাগণ তাদের ব্যবসায়ের প্রেক্ষিতে ভোক্তার নিকট হতে আদায় করে সরকারকে ভ্যাট পরিশোধ করেন। ভ্যাট সংক্রান্ত আইনকানুন বেশ দ্রুত পরিবর্তন হতে দেখা যায়। তাই ভ্যাটদাতাকে জানতে বিধি-বিধানে কোন পরিবর্তন হচ্ছে। নতুবা তিনি নতুন বিধি-বিধান অনুসরণ করতে পারবেন না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটসহ স্ব স্ব কমিশনারেটের ওয়েবসাইট হতে হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ভ্যাটদাতাগণকে নিবন্ধনের সময় প্রদত্ত তথ্যে কোন পরিবর্তন হলে ১৫ দিনের মধ্যেই তা মূসক অফিসকে জানাতে হবে। নতুবা করদাতাকে সঠিকভাবে মূল্যয়ন করা সম্ভব হবে না। নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুললে তা জানাতে হবে। নতুবা রেয়াত বাতিল হতে পারে। ঠিকানা বদলের প্রভাবও অনেক বড়। তাই কোন তথ্য পরিবর্তন হলে তা মূসক প্রশাসনকে জানানো ভ্যাটদাতার আইনগত দায়িত্ব। আইনি দায়িত্ব পালন না করলে তার শাস্তির বিধান থাকে।

মৌলিক দায়িত্ব:
মূসক প্রসাশনকে সহায়তা করা

মূসক প্রশাসন নানান তথ্যের জন্য করদাতাকে অনুরোধ করে থাকেন। কখনো কখনো কোন কোন করদাতাকে মূসক প্রশাসনের সেই অনুরোধকে উপেক্ষা করতে দেখা যায়। কখনো কখনো মূসক প্রসাশনের কাজে বাধা প্রদান করতেও দেখা যায়। আইনের দৃষ্টিতে এটি বড় অপরাধ। ভ্যাটদাতা মূসক প্রশাসনের সকল আইন নির্দেশনা মেনে চলবেন এবং চাহিত তথ্য প্রদান করবেন।

মৌলিক দায়িত্ব:
সঠিকভাবে আইনি দায়িত্ব প্রতিপালনের পুরষ্কার

যে সকল করদাতা সকল আইন-কানুন মেনে নিয়মিত কর প্রদান করেন, যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা মামলা থাকে না তাদের সম্মানিত করার বিধান আইনে রয়েছে। সরকার প্রতিবছর এমন করদাতাকে পুরস্কৃত করে থাকে। কমিশনারেট হতেও তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

মৌলিক দায়িত্ব:
আইনি দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জটিলতা

অন্য সকল আইনের মতো ভ্যাট আইনেও ভ্যাটদাতার বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব এবং করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং প্রতিটি বর্জনীয় কাজ করা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। ভ্যাট আইনের আওতায় অপরাধ ২ প্রকার, যথা: (দেওয়ানি) অপরাধ এবং ফৌজদারি (ফৌজদারি) অপরাধ। দেওয়ানি অপরাধে শুধু জরিমানা হয় এবং বিচারিক অপরাধে জেল বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। কোন অপরাধের ফল হিসেবে যা ঘটতে পারে।

- জরিমানা
- অর্থদন্ড
- সুদ
- জেল
- বিআইএন লক
- ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ফ্রিজ
- ব্যাংক হতে অর্থ কর্তন
- স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, ইত্যাদি।

কাজেই, এ বিষয়ে ভ্যাটদাতাগণকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে।

মৌলিক দায়িত্ব:
মূসক সংশ্লিষ্ট সহযোগী বিধি-বিধান জানা

ভ্যাটের সাথে আরো অনেক আইন সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন আইনের সহায়তায় মূল ভ্যাট আইনের অধীন ভ্যাট প্রতিপালন চক্র তৈরি করতে হয়। নতুন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী আইনের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

- কাস্টমস আইন, ১৯৬৯
- আয়কর আইন, ২০২৩
- উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভি (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫
- আমদানি-রপ্তানী নীতি, ইত্যাদি
- সল্ট এন্ড এক্সাইজ অ্যাক্ট, ১৯৪৪

মৌলিক দায়িত্ব:
একজন ভোক্তার দায়িত্ব

মূল্য সংযোজন কর প্রকৃতপক্ষে ভোক্তাই বহন করেন। ভোক্তা তার পরিশ্রমের টাকা সরকারকে প্রদান করেন রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে। তার প্রদত্ত করের টাকা দিয়েই সরকার শিক্ষা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে। ফলে মুসক পরিশোধকারী হিসেবে তার পরিশোধিত করের বিনিময়ে তিনি সরকারের নিকট হতে পরোক্ষভাবে সুযোগ ভোগ। ফলে করদাতগণ যত বেশি কর দিবেন সরকার ততো বেশি সেবা প্রদান করতে পারবে। ভোক্তা যখনই কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করেন তখনই তিনি মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হিসেবে মুসক পরিশোধ করেন। যেমন- একজন ভোক্তা ১০০০ টাকার একটি করযোগ্য পণ্য ক্রয় করলে তিনি বিক্রেতাকে ১০০০ টাকা দিবেন। এর মধ্যে ভোক্তা সরকারকে ১৩০.৪৩ টাকা মূসক পরিশোধ করছেন যা বিক্রেতার মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা হওয়ার কথা। ভোক্তার পরিশ্রমের টাকা যাতে সরকারি কোষাগারে বিক্রেতা জমা দেন তা নিশ্চিত করা ভোক্তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ভোক্তা এ কাজটি খুব সহজে করতে পারেন, যদি তিনি তার ক্রয়ের বিপরীতে একটি মুসক চালান চেয়ে নেন। কোনো কোনো বিক্রেতা হয়তো তা দিতে চাইবেন না তবুও ভোক্তাকে তা চেয়ে নিতে হবে। তাহলে ভোক্তার পরিশ্রমের অর্থ সরকারি কোষাগারে যাবে এবং তা বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে আবার ভোক্তার নিকট ফিরে আসবে। ভোক্তা যদি চালান না নেন, তাহলে তার দেয়া কর সরকারি কোষাগারে জমা না হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। অনেক বিক্রেতা আবার বলতে পারেন, চালান না নিলে পূর্বের ১০০০ টাকার পণ্যটি ১৩০ টাকা কমে বিক্রি হবে। আসলে তা সঠিক নয়। সে ক্ষেত্রে পণ্যটির মূল্য হবে ৮৭০ টাকা এবং তার মধ্যে ভোক্তার দেওয়া মূসকের পরিমাণ হবে ১১৩.৪৭ টাকা। পণ্য বা সেবার মূল্য যাই হোক না কেন, তার মধ্যেই মূসক আছে । ফলে ভোক্তাকে মূসক দিতেই হচ্ছে। ফলে ভোক্তার দায়িত্ব একটিই, তা হলো ক্রয়ের পর চালান চেয়ে নেয়া। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, চালানটি যে সঠিক হবে তার নিশ্চয়তা কি? একজন ভোক্তার পক্ষে তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। মূসক প্রশাসনের এমন অনেক পদ্ধতি আছে যা দ্বারা তার অবৈধ সরবরাহ ধরা সম্ভব হবে। ভোক্তা চালান নিলে তা অসত্য হলেও মুসক প্রশাসনের কাছে একসময় না একসময় ধরা পড়বেই। কাজেই ভোক্তার একমাত্র দায়িত্ব বিক্রেতার নিকট হতে চালান চেয়ে নেওয়া।

ভ্যাটদাতার মৌলিক দায়িত্বসমূহ

- মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন
- নিজের ব্যবসাটিকে মূসকের আওতায় আসবে কিনা তা জানা
- নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ
- মূসক আরোপের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানা।
- সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি
- কেনাবেচার সময় করণীয়
- ভ্যাট অফিসে রিপোর্টিং
- ব্যবসায়ী হিসাবরক্ষণ
- পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নিরূপণ ও তা পরিশোধ।
- দাখিলপত্র জমা প্রদান।
- হিসাব, রেকর্ডপত্র দলিলাদি সংরক্ষণের মেয়াদ ও স্থান।
- মূসক প্রশাসনকে সবসময় "সর্বোতভাবে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল" তথ্য প্রদান।
- মূসক সংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগার তথ্য জানা ও জানানো।
- মূসক প্রশাসনকে সহায়তা করা ।
- সঠিকভাবে আইনি দায়িত্ব প্রতিপালনের পুরস্কার গ্রহন।
- আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জটিলতা
- মূসক সম্পর্কে সহায়তা কোথায় পাওয়া যাবে তা জানা।
- মূসক সংশ্লিষ্ট সহযোগী বিধি-বিধান জানা
- একজন ভোক্তার দায়িত্ব কর্তব্য।

প্রশ্ন: রাজস্ব কর্মকর্তা থেকে অতিরিক্ত কমিশনার পর্যন্ত কোন কর্মকর্তার কোন আদেশে কোন করদাতা সংক্ষুব্ধ হলে তাকে কোথায় আপীল করতে হয়? কত দিনের মধ্যে আপিল করতে হয়?

উত্তর: রাজস্ব কর্মকর্তা থেকে অতিরিক্ত কমিশনার পর্যন্ত কোন কর্মকর্তার কোন আদেশে কোন করদাতা বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হলে তাকে আদেশ জারির ৯০ দিনের মধ্যে ধারা-১২১ অনুযায়ী কমিশনার (আপিল) বরাবর আপিল করতে হয়। তবে আপিলকারী কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে কমিশনার (আপিল) আপিল করার জন্য ৬০ দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন: আপিল করতে হলে কত টাকা পরিশোধ করে আপিল করতে হয়? কত দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি হয়?

উত্তর: ধারা-১২১ অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক (মূসক কর্মকর্তা ব্যতিত) আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে উলিখিত দাবিকৃত করের ২০ শতাংশ পরিমাণ (জরিমানা ব্যতিত) অর্থ পরিশোধ করে আপিল করতে হয়। বিধি ৯৮ অনুযায়ী কমিশনার (আপিল) আবেদন পাওয়ার পর ৭ দিনের মধ্যে শুনানির তারিখ ঘোষণা করেন। উভয় পক্ষকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করেন এবং ১ বছরের মধ্যে আপিল কার্যক্রম নিষ্পত্তি করেন। কমিশনার (আপিল) ১ বছরের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে আপিলটি কমিশনার (আপিল) কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে বলে গণ্য হয়।

প্রশ্ন: কখন আপিল করা যায় না?

উত্তর: ভ্যাট আইনের ধারা ৯৫ অনুযায়ী বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে কোন বকেয়া কর পরিশোধের আদেশ বা পণ্য বা সেবা সরবরাহ বন্ধের আদেশ বা বিআইএন লক বা ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য বা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা জব্দ করার আদেশের বিপরীতে আপিল দায়ের করা যায় না। এছাড়াও কাস্টমস আইন এর ধারা ৮২ অনুযায়ী পণ্য নামানোর পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা খালাস অথবা ওয়্যারহাউসিং অথবা ট্রানশিপ না করা হলে উক্ত পণ্য নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে নোটিশ জারি করা হয় এবং ধারা ৯৮ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষিত রাখার পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে উক্ত পণ্যের উপর শুল্ক-কর দাবি করা হয়। এক্ষেত্রে নিলামের নোটিশ এবং শুল্ক-কর দাবির নোটিশের বিপরীতে কোন আপিল দায়ের করা যায় না।

প্রশ্ন: কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) কর্তৃক কোন আদেশে কোন করদাতা সংক্ষুব্ধ হলে তাকে কোথায় আপিল করতে হয়? কত দিনের মধ্যে আপিল করতে হয়? আপিল করতে হলে কত টাকা পরিশোধ করে আপিল করতে হয়? কত দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি হয়?

উত্তর: কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) কর্তৃক কোন আদেশে কোন করদাতা বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হলে তাকে আদেশ জারির ৯০ দিনের মধ্যে ধারা-১২২ অনুযায়ী আপিলাত ট্রাইব্যুনাল বরাবর আপিল করতে হয়। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক (মূসক কর্মকর্তা ব্যতিত) আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে উলিখিত দাবিকৃত করের ২০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে আপিল করতে হয়। যদি কমিশনার (আপিল) এ মামলা পরিচালনার সময় ২০% অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তবে আপিলাত ট্রাইব্যুনালে কোন অর্থ জমা প্রদান করতে হয় না। আপিলাত ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করেন এবং ২ বছরের মধ্যে আপিল কার্যক্রম নিষ্পত্তি করেন। আপিলাত ট্রাইব্যুনাল ২ বছরের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে আপিলটি আপিলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে বলে গণ্য হয়। আপিলাত ট্রাইব্যুনাল ৬ মাসের জন্য কর আদায় স্থগিতাদেশ দিতে পারেন। আপিলাত ট্রাইব্যুনাল কোন ভ্যাট অফিস নয় বরং এটি একটি আদালত।

ভ্যাট আইনের ধারা ৯৫ অনুযায়ী বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে কোন বকেয়া কর পরিশোধের আদেশ বা পণ্য বা সেবা সরবরাহ বন্ধের আদেশ বা বিআইএন লক বা ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য বা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা জব্দ করার আদেশের বিপরীতে আপিল দায়ের করা যায় না। এছাড়াও কাস্টমস আইন এর ধারা ৮২ অনুযায়ী পণ্য নামানোর পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা খালাস অথবা ওয়্যারহাউসিং অথবা ট্রানশিপ না করা হলে উক্ত পণ্য নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে নোটিশ জারি করা হয় এবং ধারা ৯৮ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষিত রাখার পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে উক্ত পণ্যের উপর শুল্ক-কর দাবি করা হয়। এক্ষেত্রে নিলামের নোটিশ এবং শুল্ক-কর দাবির নোটিশের বিপরীতে কোন আপিল দায়ের করা যায় না।

প্রশ্ন: কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) বা বোর্ড কর্তৃক কোন আদেশে কোন করদাতা সংক্ষুব্ধ হলে তাকে কোথায় আপিল করতে হয়? কত দিনের মধ্যে আপিল করতে হয়? আপিল করতে হলে কত টাকা পরিশোধ করে আপিল করতে হয়?

উত্তর: বোর্ড বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কমিশনার বা মহাপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, উক্ত আদেশের আইনগত প্রশ্নে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিলের আবেদন দাখিল করা যায়।

মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে আপিলের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তাহাকে তর্কিত আদেশে উলিখিত প্রদেয় করের, জরিমানা ব্যতিত ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
কুমিল্লা কর্তৃক প্রশিক্ষণ কার্যে মুদ্রিত